দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ৫ MAY 1990
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

30

২২ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নে আইডিএ'র ১৬ কোটি ডলার অনুমোদন

বাসস : স্কুলে ছাত্র ভর্তি এবং শিক্ষার হার বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশের একটি প্রকল্পে সাহায্যের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) ১৫ কোটি ৯৩ লক্ষ মার্কিন ডলার অনুমোদন করিয়াছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক সূত্রে জানান হয় যে, এই প্রকল্পের অধীনে শিক্ষার সুযোগ, মান এবং ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধিত হইবে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ইহার ফলে বিশেষ সুফল পাওয়া যাইবে। এই প্রকল্পের অধীনে ২২ হাজার প্রাথমিক স্কুলের শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ অথবা মেরামত করা হইবে। শ্রেণীকক্ষগুলি এমনভাবে নির্মাণ করা হইবে যাহাতে বন্যার সময় সেগুলিকে মানুষের আশ্রয়স্থল

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

আইডিএ'র বরাদ্দ

(১ম পৃঃ পর)

হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই প্রকল্পের অধীনে ২ শত পরীক্ষামূলক স্যাটেলাইট স্কুল নির্মাণ করা হইবে। একটি স্কুলকে কেন্দ্র করিয়া স্কুলগুলি নির্মাণ করা হইবে। প্রকল্পের অধীনে অধ্যয়নরত গরীব বালিকাদের বাড়ীর নিকটবর্তী এলাকায় স্কুলগুলি নির্মাণ করা হইবে। যে সকল মেয়ে শিক্ষার্থী মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হইবে তাহাদের বৃত্তি প্রদান করা হইবে। দেশে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহারা ইতিবাচক ভূমিকা রাখিতে পারিবে প্রকল্পের অধীনে অধ্যয়নরতা সেইসব মেয়েও সুযোগ-সুবিধা পাইবে। এসব ক্ষেত্রে মহিলা উপদেষ্টা ও প্রশাসকও নিয়োগ করা হইবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারটি সম্প্রসারিত করা হইবে এবং পাঠ্য-পুস্তক এবং পাঠ্যবিষয়েরও উন্নয়ন সাধন করা হইবে। এই প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাকেও শক্তিশালী করিয়া তোলা হইবে।

31

অবৈতনিক শিক্ষা নয়

ইনষ্টিটিউট আয়োজিত বক্তৃতামালায় প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর মোজাফফর আহমদ অবৈতনিক শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। গতকাল (রবিবার) উচ্চ শিক্ষা প্রসঙ্গে ডঃ রশীদ স্মৃতি বক্তৃতায় তিনি মেডিক্যাল, কৃষি, প্রকৌশল শিক্ষার জন্য পৃথক ভার্সিটি প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করিয়া বলেন, এগুলি বড়জোর ইনষ্টিটিউট হইতে পারে। তিনি যান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন প্রকৌশলী ও চিকিৎসক তৈরীর শিক্ষাপদ্ধতিরও বিরোধিতা করেন।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি শিক্ষার সরকারীকরণের বর্তমান প্রবণতার বিরোধিতা করিয়া বলেন, সরকারের উপর পূর্ণ নির্ভরতার অর্থ স্বৈরাচার। তিনি বেসরকারী খাতে পণ্ডিত ব্যক্তির উদ্যোগে "বিদ্যার গৃহ" গড়িয়া তোলা প্রসঙ্গে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি টেক্সট বুক বোর্ডের 'পুস্তক সাম্রাজ্য' ভাঙিয়া সৃজনশীল ও সুস্থ প্রতিযোগিতার আহ্বান জানান। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা পদ্ধতি বহাল রাখা ও ৫ম শ্রেণীর পূর্ব হইতে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাদানের তিনি সুপারিশ প্রসঙ্গে 'বৃহত্তর শিক্ষা আন্দোলনের' তাগিদ দেন। তিনি বলেন, সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও দলীয় রাজনীতি শিক্ষাকে আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। প্রফেসর আবদুল মতিন পাটোয়ারী বলেন, রাজনীতিতে পেশী শক্তির চর্চাই শিক্ষাঙ্গনে বিস্তার লাভ করিয়াছে। কোন কর্তার সাথে দেখা করিতে এখন ভিসি ছাত্র নেতার কাছে তদ্বিরের জন্য শরণাপন্ন হন। ভার্সিটিগুলির দুরবস্থা যখন চরম, হল ভাঙিয়া ছাত্র মরে, তখন এয়ারপোর্টের দিকে জৌলুস বাড়ে।